তথ্যবিবরণী                                                                                                       নম্বর : ১২৬০

**ইসলামাবাদে বাংলাদেশের মহান স্বধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন**

ইসলামাবাদ, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ):

ইসলামাবাদস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন যথাযোগ্য মর্যাদা, উৎসব ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে দূতালয় প্রাঙ্গণ বর্ণাঢ্য ব্যানার, ফেস্টুন ও পোস্টারে সুসজ্জিত করা হয়।

সকালে দূতালয় প্রাঙ্গণে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন পাকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর হাইকমিশনার মোঃ রুহুল আলম সিদ্দিকী। এসময় সমবেত কন্ঠে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর হাইকমিশনার সকলকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আলোচনা পর্ব শুরু হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী শহিদ স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। আলোচনা পর্বে হাইকমিশনের কর্মকর্তাগণ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের তাৎপর্য, গুরুত্ব ও বাঙ্গালী জাতির স্বাধীকার আন্দোলনে জাতির পিতার অবদান তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।

হাইকমিশনার তাঁর বক্তব্যের শুরুতে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহিদ এবং সম্ভ্রমহারা ২ লক্ষ মা-বোনসহ সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। হাইকশিনার বলেন, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ধানমন্ডির বাস ভবন থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন এবং বিজয় অর্জন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েই বাঙ্গালিরা পাকিস্থানি হানাদার বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, শুরু করেছিল সশস্ত্র সংগ্রাম। দেশমাতৃকাকে মুক্ত করার এ সংগ্রামে লাখ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে দীর্ঘ ৯ মাসে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু তার অপরিসীম সাহস, দৃঢ়চেতা মনোভাব ও আপসহীন নেতৃত্বের মাধ্যমে বাঙালিদের সংগ্রামী হওয়ার প্রেরণা জুগিয়েছিলেন।

সবশেষে হাইকমিশনার সকল ভেদাভেদ ভুলে জাতির পিতার অপূর্ণ স্বপ্ন বাস্তবায়নে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী-সমৃদ্ধ ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিনির্মানের লক্ষ্যে যার যার অবস্থানে থেকে একযোাগে কাজ করে যাওয়ার আহবান জানান।

আলোচনা শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গকারী বীর শহিদদের আত্মার মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ ও সমৃদ্ধি এবং প্রধানমন্ত্রীর সুস¦াস্থ্য কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

#

খাদীজা/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/২১৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৫৯

**স্বাধীনতা বিরোধীদের কথায় এ দেশ আর চলবে না, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ হবে**

**---নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

বিরল (দিনাজপুর), ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা তৈরির পাশাপাশি রাজাকার, আলবদর, আলশামসদের তালিকা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বর্তমান সরকার তৈরি করবে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি মসৃণ পথ তৈরি করব। এদেশ চলবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের ভিত্তিতে। স্বাধীনতাবিরোধীদের কথায় এ দেশ আর চলবে না, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ হবে। মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলাদেশ হবে, রাজাকারদের নয়। বীর মুক্তিযোদ্ধারা ৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের মধ‍্য দিয়ে অমরত্ব বরণ করেছেন। আপনাদের প্রস্থান হতে পারে; শারীরিক মৃত‍্যু হতে পারে, কিন্তু আপনাদের কর্মের মৃত‍্যু হবে না। আপনারা যে ইতিহাস তৈরি করেছেন-সে ইতিহাস তৈরি করার ক্ষমতা আর কারো নাই।

প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরের বিরল উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত‍্যা করার কারণে মির্জা ফখরুলদের মতো পরিবারেরা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে হত‍্যা না করলে মির্জা ফখরুলদের জাতীয় পর্যায়ে রাজনীতি করার সুযোগ ছিল না। বঙ্গবন্ধুকে হত‍্যা করার কারণে স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার আলবদর আলশামসরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে হত‍্যা না করলে বীর মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিত। জিয়া-এরশাদ-খালেদা জিয়া বঙ্গবন্ধু হত‍্যার বেনিফিসিয়ারি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দেশ পরিচালনা করছে বলে বীর মুক্তিযোদ্ধারা আজকে বেনিফিসিয়ারি। তাদের সম্মান ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিতে বঙ্গবন্ধু কন‍্যা শেখ হাসিনা কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের বাড়ি হচ্ছে, ভাতা হচ্ছে, চিকিৎসা হচ্ছে, সম্মান পাচ্ছে-মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বর্র্তমন আওয়ামী লীগ সরকারের কারণে।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আজ দিবসের প্রথম প্রহরে দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ উপজেলা কেন্দ্রীয় স্মৃতিসৌধে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী। এসময় তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

পরে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে (সেতাবগঞ্জ বড় মাঠ) মহান স্বাধীনতা দিবসের কর্মসূচির শুরুতেই আনুষ্ঠানিক জাতীয় পতাকা উত্তোলন, কুচকাওয়াজ, ডিসপ্লে, খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হয়।

এরপর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা দেয়া হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে বরণ করে নেন।

#

জাহাঙ্গীর/সঞ্জীব/মোশারফ/শামীম/২০২৩/২০২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৫৮

**সরকার আগামীতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সুযোগ-সুবিধা আরো বৃদ্ধি করবে**

**--শ্রম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ):

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, সরকার দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বৃদ্ধি করেছে, উন্নতমানের বাড়ি-ঘর তৈরি করে দিচ্ছে, চিকিৎসাসহ তাঁদের জীবনমানের উন্নয়নে সকল সুবিধা প্রদান করেছে। বর্তমান সরকার আগামীতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সুযোগ-সুবিধা আরো বৃদ্ধি করবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ খুলনা জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসন আয়োজিত মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে 'বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা ও  জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং দেশের উন্নয়ন' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, মহান স্বাধীনতা অর্জনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান চিরঅম্লান হয়ে থাকবে। জাতির পিতার ডাকে এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ করে পাক হানাদারদের পরাজিত করে দেশকে স্বাধীন করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের পরবর্তী প্রজন্মের কেউ যাতে বিপথে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখার জন্য বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান।

  প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা দেশের স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন। আর তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১ সালে বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পরবর্তী প্রজন্মসহ আমাদের সকলকে একসাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে হবে।

জেলা প্রশাসক খন্দকার ইয়াসির আরেফীনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিভাগীয় কমিশনার মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী, পুলিশ কমিশনার মোঃ মাসুদুর রহমান ভূঞা, খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইডি মোঃ ইকবাল, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান  শেখ হারুনুর রশীদ, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মাহবুব হাসান, সাবেক মহানগর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোঃ আলমগীর কবীর ও সাবেক জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সরদার মাহাবুবার রহমান বক্তৃতা করেন।

#

আকতারুল/পাশা/সঞ্জীব/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৯৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৫৭

**বিজিবি’র সকল ইউনিটে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপিত**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ):

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) প্রতি বছরের ন্যায় এবারও যথাযোগ্য মর্যাদা এবং উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন করেছে।

দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিস্তারিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ পিলখানাস্থ বিজিবি সদর দপ্তরসহ সারাদেশে বিজিবি’র সকল ইউনিটে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম নাজমুল হাসান, বিজিবি সদর দপ্তরে কর্মরত সকল অফিসার, জুনিয়র কর্মকর্তা, অন্যান্য পদবির সৈনিক এবং বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের উপস্থিতিতে পিলখানাস্থ ‘সীমান্ত গৌরব’-এ পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এ সময় বিজিবি’র একটি সুসজ্জিত চৌকস দল ‘গার্ড অভ্‌ অনার’ প্রদান করে। উল্লেখ্য, এর আগে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানে বিজিবি মহাপরিচালক অংশগ্রহণ করেন।

পিলখানাস্থ কেন্দ্রীয় মসজিদে বিজিবি মহাপরিচালকসহ বিজিবি’র সকল অফিসার, জুনিয়র কর্মকর্তা, অন্যান্য পদবির সৈনিক এবং বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৭৫’র ১৫ই আগস্ট শাহাদতবরণকারী তাঁর পরিবারের সকল সদস্য, মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সকল বীর শহিদ এবং বিজিবি'র ২ জন বীরশ্রেষ্ঠসহ আত্মোৎসর্গকারী ৮১৭ জন বীর শহিদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বিজিবি মহাপরিচালক বলেন, আজ বাঙালি জাতির জন্য একটা গর্বের দিন। আজকের এই দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। বিজিবি'র মতো ঐতিহ্যবাহী এই বাহিনীর জন্যও দিনটি অত্যন্ত গর্বের। সেদিন বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা তৎকালীন ইপিআরের ওয়ারলেসের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেয়া হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর এই মহান বাণী আপামর জনসাধারণকে জাগ্রত করেছিল। যার ফলে পাক হানাদার বাহিনীর সাথে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল আমাদের স্বাধীনতা।

বিজিবি মহাপরিচালক আরো বলেন, করোনা মহামারি ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী চলমান সংকট সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অদম্য অগ্রযাত্রায় সামনের দিকে এগিয়ে চলছে।

বিজিবি মহাপরিচালক বলেন, 'সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী' বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ সবসময়ই অগ্রভাগে থেকে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষাসহ দেশ ও জনগণের কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করে আসছে। ভবিষ্যতেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে বিজিবি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে-এটাই হোক আজকের দিনের শপথ।

#

শরীফুল/সঞ্জীব/মোশারফ/শামীম/২০২৩/২০৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৫৬

**কায়রোস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে ৫২তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন**

কায়রো, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ):

কায়রোস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস দুই দিনব্যাপী কয়েক পর্বে যথাযোগ্য মর্যাদায় ৫২তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করেছে। ২৬ মার্চ ২০২৩ তারিখে দিবসের কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম ছিল জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও আলোচনা সভা। রাষ্ট্রদূত মনিরুল ইসলাম দূতাবাসে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং প্রবাসীদের উপস্থিতিতে দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচি শুরু করেন। আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত এবং মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রেরিত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শুনানো হয়। অতঃপর দিবসটির তাৎপর্যের ওপর আলোচনা এবং দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

অপরদিকে পবিত্র রমজান মাস আগমনের প্রাক্কালে ২০ মার্চ ২০২৩ তারিখে যথাযোগ্য মর্যাদায় ৫২তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয় স্থানীয় ৫-তারকা হলিডে ইন হোটেল-এ । বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট প্রবাসী বাংলাদেশিগণ ছাড়াও মিসরের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, ঊর্ধ্বতন সরকারি ও আধা-সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত, কূটনৈতিকবৃন্দ এবং মিডিয়া ব্যক্তিত্বগণ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আনন্দ ও উৎসবমুখর পরিবেশে অংশগহণ করেন। সিভিল এভিয়েশন মন্ত্রী ছিলেন প্রধান অতিধি, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ এসাম শরাফ এবং সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমর মুসা ছিলেন গেস্ট অভ্‌ অনার। মিসর সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বক্তব্য প্রদান করেন ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে সকল শহিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় আনুষ্ঠানিকতা। দু'দেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের পর রাষ্ট্রদূত তার স্বাগত বক্তব্যে ৫২তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের ওপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বক্তব্যের শুরুতেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় জাতির পিতার আদর্শের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে একটি সুখী সমৃদ্ধ উন্নত দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে গড়ার কাজে প্রত্যেককে তার নিজ নিজ অবস্থান থেকে সর্বাত্মক আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান ।

বাংলাদেশ ও মিসরের ঐতিহাসিক এবং বর্তমান সুসম্পর্কের ওপর আলোকপাত করে তিনি জানান, বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত সমৃদ্ধ জাতিতে উন্নীত করতে বদ্ধপরিকর। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের অর্জিত সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয়ে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করেন। এ বৎসর মিসর-বাংলাদেশ কূটনৈতিক-সম্পর্ক স্থাপনের সুবর্ণজয়ন্তী পালনের বিষয়ে ঘোষণা প্রদান করেন। সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ৫২তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস অনুষ্ঠানে বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং মিসর-বাংলাদেশ সম্পর্ককে নূতন পর্যায়ে উন্নীত করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অতঃপর রাষ্ট্রদূত সম্মানিত অতিথিবর্গ, মন্ত্রীবর্গ এবং বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের সাথে নিয়ে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-এর কেক কাটেন ।

অনুষ্ঠান শেষে সকল অতিথিদের সান্ধ্য খাবারে আপ্যায়িত করা হয়।

#

মনিরুল/পাশা/সঞ্জীব/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৫৫

**ইস্তাম্বুলে ‘মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালিত**

ইস্তাম্বুল, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ):

ইস্তাম্বুলস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল আজ যথাযথ মর্যাদা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ‘মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩’ উদযাপন করেছে। কনসাল জেনারেল মোহাম্মাদ নূরে-আলম কর্তৃক কনস্যুলেট প্রাঙ্গণে জাতীয় সঙ্গীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সূচনা হয়। এরপর, কনসাল জেনারেলের নেতৃত্বে মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। কনস্যুলেটের ‘কনফারেন্স হল’-এ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস’-এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণীসমূহ পাঠ করা হয় এবং মহান স্বাধীনতা দিবসের উপর নির্মিত বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

কনসাল জেনারেল তার বক্তব্যের শুরুতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সার্বভৌম বাংলাদেশের রূপকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল বীর শহিদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, যাদের  আত্মোৎসর্গ ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি আমাদের মহান স্বাধীনতা। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও স্বাধীনতার এই ৫২ বছরে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রায় সকল সূচকে বাংলাদেশ আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করেছে, কনসাল জেনারেল মন্তব্য করেন। তিনি বলেন বাংলাদেশের সফলতার গল্প আজ বিশ্বব্যাপী প্রচারিত ও প্রশংসিত। তলাবিহীন ঝুড়ি থেকে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে, যা অনেক দেশের কাছে উন্নয়নের রোল-মডেল ও প্রেরণার উৎস। সরকারের সময়োপযোগী নীতি-পরিকল্পনা ও জনবান্ধব উদ্যোগ এবং জনগণের প্রচেষ্টা, দক্ষতা, সক্ষমতা ও উদ্ভাবনী শক্তির কারণে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে বলে, তিনি মন্তব্য করেন। কনসাল জেনারেল ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ এবং বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বাস্তবায়নে স্ব স্ব অবস্থান থেকে কাজ করার জন্য উপস্থিত সকলকে আহ্বান জানান।

জাতির পিতা ও সকল শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন, অগ্রযাত্রা এবং শান্তির জন্য বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে কর্মসূচি শেষ হয়।

#

মাসুদ/পাশা/সঞ্জীব/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৭৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৫৪

**বিশ্বের মানুষ বাংলাদেশকে চেনে বঙ্গবন্ধুর নামে**

**-- পর্যটন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ):

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী বলেছেন, বিশ্বের মানুষ বাংলাদেশকে চেনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ অভিন্ন সত্তা। তাই বাংলাদেশের পর্যটনকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরার জন্য এদেশের কান্ট্রি ব্র্যান্ড নেইম নির্বাচন করা হয়েছে “মুজিব’স বাংলাদেশ”।

রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আজ এক স্মারকগ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। ‘মুজিবের বাংলাদেশ’ শীর্ষক এ স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করেছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু বাঙালির স্বাধীকার আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে নেতৃত্ব দিয়ে বাঙালি জাতিকে ধাপে ধাপে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেছেন। তিনি শুধু নেতৃত্বই দেননি, একই সাথে যুদ্ধের ময়দানে নেতৃত্ব দেয়ার জন্যও জাতিকে প্রস্তুত করেছেন।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু আমাদের দিয়েছেন স্বাধীন দেশ আর তাঁর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি স্বনির্ভর বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই আমরা স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নির্ধারিত সময়ের আগেই উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত হবো।

অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর প্রাক্তন মুখ্য সচিব ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। তিনি বলেন, কোনো কোনো মানুষ একটা জাতির প্রতীক হয়ে ওঠেন এবং তার পরিচয়েই দেশ পরিচিতি পায়। বঙ্গবন্ধু এমনই একজন। দীর্ঘদিনের আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি বাঙালি জাতির প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোকাম্মেল হোসেনের সভাপতিত্বে প্রকাশনা অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বিমানের সাবেক চেয়ারম্যান সাজ্জাদুল হাসান, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বর্তমান চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল উদ্দিন, কথাসাহিত্যিক ও প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এ এইচ এম গোলাম কিবরিয়া, বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শফিউল আজিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সন্তোষ কুমার দেব প্রমুখ।

#

তানভীর/পাশা/সঞ্জীব/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৬২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                            নম্বর : ১২৫৩

**বাংলাদেশ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলায় পরিণত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে**

**-- পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলায় পরিণত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে। উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হলে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় রাখার কোনো বিকল্প নেই। শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনায় থাকলেই ২০৪১ সালের মধ্যে আমাদের কাঙ্ক্ষিত উন্নত-সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হবে।

আজ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বন অধিদপ্তরে আয়োজিত 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং দেশের উন্নয়ন' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বক্তব্যের শুরুতে মন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে বলেন, স্বাধীনতার কথা বলতে গেলে বঙ্গবন্ধুর কথা আসবেই। বঙ্গবন্ধু ধাপে ধাপে বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। অনেক চড়াই-উৎরাই, অনেক রক্ত, অনেক বার কারাবরণ করে তিনি দেশকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর নির্দেশনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহসে যুদ্ধ করার কারণে আমাদের বিজয় ত্বরান্বিত হয়েছে। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন।

বনমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে আইন প্রণয়ন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে আদর্শ ও অনুপ্রেরণা হিসেবে নিয়ে দেশ গঠনে দৃঢ়তার সাথে কাজ করতে হবে। বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষার শপথ নিয়ে কাজ করতে হবে। ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজ বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করতে হবে। আমাদের সকলের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারলেই মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বাস্তবায়িত হবে।

প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার, সচিব ডক্টর ফারহিনা আহমেদ এবং অতিরিক্ত সচিব ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন। মুখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অভ্‌ প্রফেশনালস এর বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন।

আলোচনা সভার পূর্বে পরিবেশমন্ত্রীসহ অতিথিবৃন্দ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। আলোচনা অনুষ্ঠানের পর বীর শহিদদের রুহের মাগফেরাত এবং দেশ ও জনগণের সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

#

দীপংকর/পাশা/সঞ্জীব/মোশারফ/রেজাউল/২০২৩/১৬৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                            নম্বর : ১২৫২

**যারা পাকিস্তানের প্রেমে মগ্ন, তাদের এদেশে থাকার কোনো অধিকার নেই**

**-- মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ):

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, যারা অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাস করে না, এখনও যারা পাকিস্তানের প্রেমে মগ্ন, তাদের এদেশে থাকার কোনো অধিকার নেই। এদেশ মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয়েছে। জাতির পিতার নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে এবং লাখ লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে স্বাধীন হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠান ‘জয় বাংলা, বাংলার জয়’-এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা বলেন, কোনো অজ্ঞাতনামা মেজরের ডাকে এদেশে স্বাধীনতার ঘোষণা করা হয়নি। এ কথাটা নতুন প্রজন্মকে সবসময় মনে রাখতে হবে। যারা ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস পালন করে না, তারাই বলে স্বাধীনতার বাইচ্যান্স এসেছে। এরাই বাংলাদেশের সংবিধানকে অস্বীকার করে।

অভিভাবক ও শিশুদের উদ্দেশ্যে প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা বলেন, আপনারা সন্তানদের বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস জানাবেন। এটা আপনাদের নৈতিক দায়িত্ব। এই শিশুরাই দেশপ্রেম, স্বাধীনতার মূল্যবোধ, অসাম্প্রদায়িক চেতনার রাজকারমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলবে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তুলবে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন শিশুরা যদি শিক্ষা, সংস্কৃতি চর্চা এবং খেলাধুলায় যথাযথ সুযোগ পায়, তাহলে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় দেশ ও মানুষকে ভালোবেসে নিজেদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনাও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করছে জানিয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বলেন, আজকের শিশুরাই স্মার্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত স্মার্ট নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির মহাপরিচালক আনজীর লিটন। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান লাকী ইনাম। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. হাসানুজ্জামান কল্লোল।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, সচিব মো. হাসানুজ্জামান কল্লোল এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা, জয়িতা ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিশুদের পুরস্কার প্রদান শেষে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির শত শিশুশিল্পী পার্থ বড়ুয়া ও নিশীতা বড়ুয়াকে সঙ্গে নিয়ে ‘জয় বাংলা, বাংলার জয়’ গানটি পরিবেশন করেন।

#

আলমগীর/পাশা/সঞ্জীব/মোশারফ/রেজাউল/২০২৩/১৬৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                            নম্বর : ১২৫১

**সবুজের বুকে লাল পতাকার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে শেখ হাসিনার বিকল্প নেই**

**--এনামুল হক শামীম**

শরীয়তপুর, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ):

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম বলেছেন, বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসে এই ভূখণ্ড কোনোকালে বাঙালি শাসন করতে পারেনি। দীর্ঘ শোষণ, বঞ্চনা ও পরাধীনতার ইতিহাসে মাঝেমধ্যে তিতুমীর, সূর্যসেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামী-বিপ্লবীদের মাধ্যমে স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলন দানা বাঁধলেও তারা কেউ চূড়ান্ত বিজয় তথা স্বাধীনতা এনে দিতে পারেননি। একমাত্র জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি জাতি বহুল কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জন করেছে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তে অর্জিত সবুজের বুকে লাল পতাকার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কোনো বিকল্প নেই।

আজ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে শরীয়তপুরের নড়িয়ায় বি এল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে উপমন্ত্রী বলেন, আপনাদের জন্য দেশ স্বাধীন হয়েছে। আপনারা জাতির বীর সন্তান। আপনাদের জন্য আমরা গর্বিত। তাই আপনাদের কাছে আমরা চিরঋণী, আপনাদের এই ঋণ কখনো শোধ করা যাবে না। যতদিন বাংলাদেশ ও সবুজের বুকে লাল পতাকা থাকবে ততদিন বঙ্গবন্ধুর সাথে বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নাম চিরঅম্লান হয়ে থাকবে।

এনামুল হক শামীম বলেন, বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রধান শক্তির উৎস ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে তিনি ছিলেন সর্বদা বজ্রকণ্ঠ। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের তাঁর ভাষণ গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে, স্বাধিকারের পক্ষে, স্বাধীনতার পক্ষে এক ঐতিহাসিক দলিল। ওই ভাষণ একটি জাতিকে জাগ্রত করেছে, একবিন্দুতে মিলিত করেছে। এমন ঘটনা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এ কথাই যেন ব্যক্ত হয়েছে অন্নদাশঙ্কর রায়ের এই শব্দগুচ্ছে- ‘যতদিন রবে পদ্মা-যমুনা গৌরী-মেঘনা বহমান/ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।’

উপমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়া অন্য কোনো সরকার প্রধান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল‍্যাণে কিছু করেননি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা, ভ্রমণ এবং ভাতা বাড়ানোর পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফনের ব‍্যবস্থা করেছেন। একমাত্র প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়া তাদের কেউ সম্মান করেননি, অথচ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের এটা প্রাপ‍্য ছিল। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহহীন, মৃত ও দরিদ্র বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনা পরিবারকে ৩০ হাজার বাড়ি উপহার দিচ্ছে। এটা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল ঘটনা। তাই জনগণ আগামী নির্বাচনেও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকেই পঞ্চমবারের মতো ক্ষমতায় আনবে।

নড়িয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রাশেদউজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, নড়িয়া উপজেলা চেয়ারম্যান একেএম ইসমাইল হক, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ কমিটির সদস্য জহির সিকদার, নড়িয়া পৌরসভার মেয়র আবুল কালাম আজাদসহ প্রমুখ।

#

গিয়াস/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২৩/১৭১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                            নম্বর : ১২৫০

**মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যে বাংলাদেশের যাত্রা হয়েছিল**

**তাকে পাকিস্তান বানানোর অপচেষ্টা করেছিলেন জিয়া**

**-- শিক্ষামন্ত্রী**

চাঁদপুর, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ):

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে আমরা যে মুক্তির পথে যাত্রা শুরু করেছিলাম, সেই যাত্রা পথকে রুদ্ধ করে দিয়ে আবারও পাকিস্তানে ফেরত নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছিলেন জিয়াউর রহমান। তার প্রমাণ আমরা পাই যখন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বঙ্গবন্ধুর নাম নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, জয় বাংলা নিষিদ্ধ হয়েছিল, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। সারা দেশে মুক্তিযোদ্ধা নিধন করা হয়েছিল। সশস্ত্র বাহিনী থেকে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারকে হত্যা করা হয়েছিল, সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সারা দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের অপমান করা হয়েছিল। যে নারীদের বীরঙ্গনা উপাধি দিয়ে বঙ্গবন্ধু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন, সেই নারীদের পুনর্বাসনের সমস্ত কিছু কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

আজ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে চাঁদপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে চাঁদপুর শিল্পকলা একাডেমিতে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কাদের নিয়ে তারা ক্ষমতায় বসেছিল? তারা আলবদর, রাজাকার, আল শামসদের প্রধানদের ক্ষমতায় বসিয়েছিল, যারা এই দেশটাকে ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত করতে লিপ্ত ছিল, যারা যুদ্ধাপরাধ করেছিল, মানবতা বিরোধী অপরাধ করেছিল তাদের নিয়ে তারা ক্ষমতায় বসেছিল।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সারা দেশে মুক্তিযোদ্ধা নিধন করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পরিপূর্ণভাবে বিকৃত করে ফেলা হয়েছে, বাকশালকে একদলীয় শাসনের অপবাদ দিয়ে বহুদলীয় শাসনের নামে দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি চালু করা হয়েছিল। বিএনপির জন্মই ছিলো আজন্ম পাপ। তার কারণ ক্যান্টনমেন্টে কোনো রাজনৈতিক দল জন্ম নিতে পারে না। অবৈধ ক্ষমতা দখলদারের পকেট থেকে গড়ে উঠা কোনো রাজনৈতিক দল কখনো মানুষের অধিকারের জন্য কাজ করতে পারে না। আওয়ামী লীগের জন্ম হয়েছে মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য, আন্দোলনের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। বিকশিত হয়েছে মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যদিয়ে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাঙালি তার ভাষার অধিকার পেয়েছে, স্বাধীনতা পেয়েছে, বাঙালি গণতন্ত্র পেয়েছে, আজ বাঙালি উন্নত সমৃদ্ধ জীবন পেয়েছে, বাঙালি তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

#

খায়ের/পাশা/সঞ্জীব/মোশারফ/রেজাউল/২০২৩/১৬২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                             নম্বর : ১২৪৯

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

 ঢাকা**,**১২ চৈত্র (২৬ মার্চ) :

          স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৪৬ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৭৪০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৫ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৬ হাজার ৭৮৪ জন।

                                                      #

সুলতানা/পাশা/সঞ্জীব/মোশারফ/রেজাউল/২০২৩/১৬১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                            নম্বর : ১২৪৮

**যারা দেশই চায়নি তারাই আবার এদেশের ক্ষমতায় যেতে চায়**

**-স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ):

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, দেশ স্বাধীন করতে যারা বিরোধিতা করেছে, ষড়যন্ত্র করেছে, মেধাবী চিকিৎসক, পেশাজীবিসহ বুদ্ধিজীবীদের নির্বিচারে হত্যা করেছে, যারা দেশের স্বাধীনতা চায়নি তারাই এখন এদেশের ক্ষমতায় যেতে মরিয়া। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, তারা এর আগে একবার ক্ষমতায় গিয়েছিল। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা এদেশের পতাকাকে পদদলিত করেছিল, তারা গাড়িতে আমাদের জাতীয় পতাকা ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছিল। আমরাই এক সময় তাদেরকে আমাদের জাতীয় পতাকা ব্যবহার করতে দিয়েছিলাম। তবে, সেই সুযোগ তারা আর কখনই পাবে না। সেই দিন এখন আর নাই।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক আজ রাজধানীর মহাখালীস্ত জাতীয় জনসংখ্যা ও পুষ্টি ইন্সটিটিউটের অডিটোরিয়ামে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, এখন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ বিশ্বের রোল মডেল হয়ে গেছে। ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দেয়া হয়েছে। দেশে খাদ্যের অভাব নেই, একটি মানুষও দেশে না খেয়ে থাকে না। করোনায় গোটা বিশ্ব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলেও বাংলাদেশ ঠিকই মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এসব সম্ভব হচ্ছে, কারন জাতির জনকের মেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আছে। আগামীতে যাতে এই দেশকে নিয়ে আর কেউ ছিনিমিনি খেলতে না পারে সেজন্য আগামী নির্বাচনে শেখ হাসিনাকেই ক্ষমতায় নিয়ে আসতে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান আমাদেরকে ধ্বংস করে নি:শ্বেষ করে দিতে চেয়েছিল। যুদ্ধকালীন দেশের চিকিৎসকদের মেরে ফেলা যায়না, নিয়ম নেই। অথচ সেসময়কার বিখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের হৃদপিণ্ড উপড়ে নেয়া হয়েছিল। চক্ষু বিশেষজ্ঞের চোখ তুলে নেয়া হয়েছিল। সে লাশগুলো পরে পাওয়া গেছে। যেগুলো লাশ পাওয়া যায়নি সেগুলো আরো কত কি করেছে। তারা দেশের ৩০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে, ২ লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রম হানি করেছে যা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে বিরল। অথচ আজ তারাই এদেশের ক্ষমতায় যেতে চায়।

সভায় একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব ড. মুহ. আনোয়ার হোসেন হাওলাদার, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব আজিজুর রহমান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবিএম খুরশীদ আলম ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাহান আরা বানু বক্তৃতা করেন।

#

মাইদুল/মেহেদী/সিরাজ/রবি/মাসুম/২০২৩/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৪৭

**কলকাতায় বাংলাদেশ উপহাইকমিশনে মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত**

কলকাতা, ২৬ মার্চ :

কলকাতায় বাংলাদেশ উপহাইকমিশনে যথাযথ মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং উপহাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে নিয়ে “মুজিব চিরঞ্জীব” মঞ্চে বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

এছাড়া, কলকাতায় সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-এর কর্মকর্তাগণ বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ গ্যালারিতে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনানো হয়।

বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

#

রঞ্জন/মেহেদী/সিরাজ/রবি/ইমা/২০২৩/১৪০০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৪৬

**শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালিত**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ) :

শিল্প মন্ত্রণালয়ে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে আজ শিল্প মন্ত্রণালয় চত্বরে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন পুষ্পস্তবক অর্পন করেন। এ সময় বিশেষ মোনাজাত ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানার সভাপতিত্বে আয়োজিত আলোচনা সভায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেন, ২৬ মার্চ বাংলাদেশের মানুষের কাছে মুক্তির মন্ত্রে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার দিন। বেদনাকে প্রতিজ্ঞায় পরিণত করে যুদ্ধের শপথ নেওয়ার দিন এই স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা দিবসের প্রতিজ্ঞা থেকে প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে আমরা আমাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবো। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবো।

আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) এর মহাপরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী।

পরে মন্ত্রী ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

#

মাহমুদুল/মেহেদী/সিরাজ/রবি/ইমা/২০২৩/১৪১০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৪৫

**ভাষাসৈনিক খালেদা মনযূর-এ-খুদার মৃত্যুতে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ও সচিবের শোক**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ):

একুশে পদকপ্রাপ্ত ভাষাসৈনিক খালেদা মনযূর-এ-খুদা'র মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

প্রতিমন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান ।

অন্য এক শোকবার্তায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবুল মনসুর ভাষাসৈনিক খালেদা মনযূর-এ-খুদা'র মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান ।

উল্লেখ্য, ভাষাসৈনিক খালেদা মনযূর-এ-খুদা (৮৯) গতকাল রাজধানীর গুলশানে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি এক ছেলে ও তিন মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

#

ফয়সল/মেহেদী/সিরাজ/রবি/ইমা/২০২৩/১৪১০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                            নম্বর : ১২৪৪

**মহান স্বাধীনতা দিবসে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে**

**কোরআন খতম ও দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ):

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আজ বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে কোরআন খতম ও বিশেষ দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া, ‘স্বাধীনতার গুরুত্ব ও **তাৎপর্য’** শীর্ষক সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা শেষে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী শহিদদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের রূহের মাগফেরাত কামনা করা হয়। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের দীর্ঘায়ু এবং দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করে দোয়া করা হয়।

অনুষ্ঠানে **ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার,** ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মহাঃ বশিরুল আলম ও সচিব মোঃ মনিরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মোঃ এহসানুল হক।

দিবসটি উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে আলোচনা সভা, কোরআনখানি ও বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া, আজ বাদ যোহর দেশের সকল মসজিদেও বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হবে।

#

শারমীন/মেহেদী/সিরাজ/রবি/মাসুম/২০২৩/১২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                            নম্বর:১২৪৩

**জিয়া ছিলেন মুক্তিযোদ্ধার ছদ্মাবরণে পাকিস্তানিদের দোসর**

**-তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ):

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান আসলে মুক্তিযোদ্ধার ছদ্মাবরণে পাকিস্তানিদের দোসর হিসেবে কাজ করেছেন।

আজ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে দলীয় নেতৃবৃন্দের সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী এ কথা বলেন। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

জিয়াউর রহমানকে নিয়ে বিএনপির নানা বক্তব্য প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের প্রথম সরকার, যে সরকার মুজিবনগরে শপথ গ্রহণ করেছিল এবং বাংলাদেশে স্বাধীনতাযুদ্ধ পরিচালনা করেছিল, সেই সরকারের অধীনে জিয়াউর রহমান একজন চাকুরে ছিলেন।'

সম্প্রচারমন্ত্রী হাছান বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের সময় যদি কেউ একজন মুক্তিযোদ্ধাকে পানি খাইয়েছে বা একবেলা ভাত খাইয়েছে, সেই অপরাধে পাকিস্তানিরা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে, তার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে, নির্যাতন করেছে। আর জিয়াউর রহমান রণাঙ্গনে যুদ্ধ করে আর তার স্ত্রী খালেদা জিয়াকে পাকিস্তানিরা নতুন বউয়ের মতো আদর-যত্ন করে, এতেই তো প্রমাণিত হয়, জিয়াউর রহমান আসলে মুক্তিযোদ্ধার ছদ্মাবরণে পাকিস্তানিদের দোসর হিসেবে কাজ করেছেন।'

হাছান মাহ্‌মুদ আরো বলেন, বিএনপি ২১ বছর ধরে ইতিহাসবিকৃতি করেছে। সেই বিকৃতি যখন ঠেকে গেছে, তখন তাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে এবং সেই কারণে মির্জা ফখরুল সাহেবরা আবোল-তাবোল বকা শুরু করেছে।

#

আকরাম/মেহেদী/সিরাজ/রবি/মাসুম/২০২৩/১২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৪২

**মহান স্বাধীনতা দিবসে গল্লামারী বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধে শ্রম প্রতিমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন**

খুলনা, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ) :

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে আজ খুলনা মহানগরীর গল্লামারী বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ।

মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়বো এই হোক আমাদের আজকের দিনের শপথ। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সবার উচিত তাঁকে সহযোগিতা করা।

এ সময় বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ, বিভাগীয় কমিশনার, পুলিশ কমিশনারসহ বিভাগীয় এবং জেলা পর্যায়ের সকল সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পরে প্রতিমন্ত্রী খুলনা মহানগরীর রুপসা এলাকায় বিভাগীয় শ্রম অধিদপ্তর প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

#

আকতারুল/মেহেদী/সিরাজ/রবি/ইমা/২০২৩/১১৩৫ ঘন্টা